20 MAY 2011
2

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভালো ফলের পুরস্কার পাওয়া চার শিক্ষার্থীর সঙ্গে অতিথিরা। বাঁ থেকে শিক্ষার্থী শারমিন আক্তার, সুমাইয়া নেহলা, খ্রিস্টিনা তামাং, বিশ্ববিদ্যালয়টির আচার্য শেরি ব্লেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ার দীপু মনি, শিক্ষার্থী দীপান্বিতা বড়ুয়া ও উপাচার্য নির্মলা রাও ● ছবি : প্রথম আলো

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের সমাবর্তনে বক্তারা

ভয়হীনভাবে বৈষম্য দূর করার কাজ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

বৈচিত্র্যময় বিশ্ব গড়া ও শান্তির পক্ষে কাজ করে যেতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজনেরা। তাঁরা বলেন, পৃথিবীর নানা অনিয়ম ও বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে ভয়হীনভাবে এগিয়ে চলতে হবে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অনন্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করাই হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাজ।

গতকাল শনিবার বিকেলে চট্টগ্রামে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের (এইউডব্লিউ) পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের প্রতি এই আহ্বান জানান বিশিষ্টজনেরা। চট্টগ্রাম নগরের র‍্যাডিসন ব্লু বে ভিউ হোটেলের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। তাঁরা এবার স্নাতক (সম্মান) সম্পন্ন করেছেন। আফগানিস্তান, নেপাল, ভারত, ভুটান, ভিয়েতনাম, ফিলিস্তিন, কম্বোডিয়া, চীন, বাংলাদেশসহ ১৫টি দেশের ৮৫ জন ছাত্রী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সনদ নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শেরি ব্লেয়ার বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, এখানে যাঁরা ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা অর্ডিনারি (সাধারণ) নন, তাঁরা এক্সট্রা অর্ডিনারি (অসাধারণ)। তাঁদের দৃঢ় মনোবল রয়েছে। তাঁরা ভয়হীনভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অন্যায়, অবিচার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কাজ করবেন।'

'পাথওয়েজ ফর প্রমিজ' কর্মসূচির আওতায় পোশাক কারখানার শ্রমিক ও রোহিঙ্গা নারীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন বলে জানান শেরি ব্লেয়ার। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা অনন্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করবেন, যেটি হবে কার্যকর। নারীরা নিজের ভূমিকা নিয়ে যেভাবে চিন্তা করেন, সেটির পরিবর্তন করতে হবে।'

সমাবর্তন বক্তা আফগানিস্তানের ফার্স্ট লেডি রুলা ঘানি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অবিচল থাকতে হবে। সমাজের বৈষম্য দূর করা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে হবে।

সমন্বিত ও বৈচিত্র্যময় বিশ্ব এবং শান্তির পক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজ করার আহ্বান জানান রুলা ঘানি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মলা রাও বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্রীরা এখানে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছাত্রীরা বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ার ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি, হংকংয়ের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলের সাবেক প্রধান সচিব অ্যানসন চান। ছাত্রীদের পক্ষে বক্তব্য দেন অর্থনীতিতে স্নাতক করা সানজিদা আফরিন। এ ছাড়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্যানিয়েল অ্যালেনের ভিডিও বক্তব্য অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রুলা ঘানি, অ্যানসন চান, ড্যানিয়েল অ্যালেন এবং বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা লেইঘ মরগানকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ড্যানিয়েল অ্যালেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। এর বাইরে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগের শারমিন আক্তার, জীববিজ্ঞানের খ্রিষ্টিনা তামাং, অর্থনীতির দীপান্বিতা বড়ুয়া এবং রাজনীতি, দর্শন ও অর্থনীতি বিভাগের সুমাইয়া নেহলাকে সম্মাননা (অ্যাওয়ার্ড) দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সাংসদ ওয়াশিকা আয়েশা খান, সাবেক শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান, এইউডব্লিউর সাপোর্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি কামাল আহমেদ, এ কে খান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালাউদ্দিন কাশেম খান, প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান প্রমুখ।

তাঁদের আনন্দের দিন

'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেছি। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তো সামনে এগিয়ে যেতে হবে'—সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে এভাবেই নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন রাজনীতি, দর্শন ও অর্থনীতি বিভাগের সিনথিয়া খন্দকার। ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্য নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে বলে জানান প্রথম আলো ট্রাস্টের বৃত্তি পাওয়া এই শিক্ষার্থী।

চট্টগ্রাম নগরের এম এম আলী সড়কের পাশে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাস। প্রথম আলো ট্রাস্ট থেকে বৃত্তি পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়টির আরেক শিক্ষার্থী মেরিনা আফরিন। তাঁর বাবা সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'কী যে খুশি লাগছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার মেয়ে দেশের মানুষের জন্য কাজ করবে এটাই আশা।'

সিনথিয়া ও মেরিনার মতো প্রথম আলো ট্রাস্টের বৃত্তি পাওয়া নয় শিক্ষার্থী সমাবর্তনে অংশ নিয়েছেন। পরিবারের প্রথম মেয়েটিকে 'এইউডব্লিউ-প্রথম আলো ফার্স্ট ফিমেল ইন দ্য ফ্যামিলি স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হচ্ছে। এইউডব্লিউর ৪৪ জন ছাত্রী এ পর্যন্ত প্রথম আলো ট্রাস্টের এই শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছেন।